5

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ...0.6 AUG 1998
পৃষ্ঠা 7 কলাম ...

# ভালো কলেজে ভর্তিকে কেন্দ্র করিয়া টেনশন

রেজানুর রহমান ॥ দেশের ৫টি শিক্ষা বোর্ডের ১৯৯৮ সালের এসএসসি পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হইয়াছে। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে আনন্দ উচ্ছ্বাসের রেশ কাটিতে না কাটিতেই ভালো কলেজে ভর্তিকে কেন্দ্র করিয়া টেনশন দেখা দিয়াছে। এইবার সারাদেশে ৩ লক্ষ ৪৬ হাজার ৪৩৫ জন ছাত্র-ছাত্রী এসএসসি পরীক্ষায় পাস করিয়াছে। সারাদেশে

(২য় পৃষ্ঠায় ৩-এর কঃ দ্রঃ)

## ভালো কলেজে

(প্রথম পৃঃ পর)

সরকারী-বেসরকারী সহস্রাধিক কলেজে বিদ্যমান আসন সংখ্যা অনুযায়ী ভর্তির সমস্যা হওয়ার কথা নয়। কিন্তু সহস্রাধিক কলেজের মধ্যে পড়াশুনার ক্ষেত্রে নামকরা কলেজের সংখ্যা ১০০ টিরও বেশী হইবে না। মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের লক্ষ্যই থাকে ভাল কলেজে ভর্তি হওয়া। ফলে প্রতিবারের মত এইবারও ভাল কলেজগুলিতে ভর্তির ক্ষেত্রে প্রচন্ড চাপ দেখা দিবে। বিশেষ করিয়া ঢাকার নামকরা ১০/১২ টি কলেজকে অস্বাভাবিক চাপ সহ্য করিতে হইবে।

এইবার ৫টি বোর্ডের আওতায় সারাদেশে ৩০০টি মেধা তালিকায় ৪৪৮ জন মেধাবী ছাত্র-ছাত্রী স্থান করিয়া নিয়াছে। ৫টি বোর্ডে প্রথম বিভাগে পাস করিয়াছে ১ লক্ষ ৫৩ হাজার ৫৭৯ জন ছাত্র-ছাত্রী। দ্বিতীয় ও তৃতীয় বিভাগ পাইয়াছে যথাক্রমে ১ লক্ষ ৯০ হাজার ১৬২ ও ২ হাজার ৬৯৪ জন ছাত্র-ছাত্রী। দেশের নামকরা শতাধিক কলেজে গড়ে যদি ৫০০ টি করিয়া আসন থাকে তাহা হইলে ভাল কলেজে ভর্তির সুযোগ পাইবে মাত্র ৫০ হাজার ছাত্র-ছাত্রী। অথচ সারাদেশে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছে দেড় লক্ষাধিক ছাত্র-ছাত্রী। অবশিষ্ট ১ লক্ষ ছাত্র-ছাত্রী ভাল কলেজে ভর্তির সুযোগ পাইবে না। ভর্তির ক্ষেত্রে এই সংকট নূতন নয়। প্রতি বছরই এসএসসি পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ হইলে ভর্তির বিড়ম্বনা শুরু হয়। ছাত্র-ছাত্রীরা হন্যে হইয়া এক কলেজ হইতে অন্য কলেজে ঘোরাঘুরি শুরু করিয়া দেয়। এই সুযোগে কোচিং সেন্টারসমূহ ব্যস্ত হইয়া উঠে। উচ্চমূল্যে ভর্তির ফরম বিক্রয়ের মাধ্যমে কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও অর্থ সংগ্রহে মাতিয়া উঠে। অভিজ্ঞ মহলের মতে, সহস্রাধিক কলেজের ৫০০টি কলেজও যদি লেখাপড়ার ক্ষেত্রে নির্ধারিত মান বজায় রাখিতে সম্ভব হইত তাহা হইলে ভর্তির ক্ষেত্রে কোন চাপ থাকিত না। একটি সূত্র জানায়, ভর্তির চাপ থাকা সত্ত্বেও ভালো কলেজ গড়িয়া উঠিতেছে না। ফলে বাড়ির পাশের কলেজ রাখিয়া ছাত্র-ছাত্রীরা দূরের কলেজের প্রতি আকৃষ্ট হইতেছে।